মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জ্ঞাপন

অপরাজিত বন্দোপাধ্যায়

লেখক দীর্ঘ ১৮বছর বিজ্ঞান সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত। বিজ্ঞান শাখার স্নাতক অপরাজিত বন্দোপাধ্যায় বর্তমানে বাংলা সংবাদপত্র 'গণশক্তি'র সঙ্গে যুক্ত। মুদ্রণের পাশাপাশি বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বাংলা ভাষায় নিয়মিত বিজ্ঞান প্রচারের কাজ চালিয়ে আসেছন। নিবন্ধ-প্রবন্ধ লেখার সঙ্গে বিজ্ঞানের দৈনন্দিন খবর জনপ্রিয় ভঙ্গিতে প্রকাশে লেখকের বাড়তি আগ্রহ রয়েছে।

সংক্ষিপ্তসার

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান জ্ঞাপনের ইতিহাস অনেক পুরোনো। ১৮১৮সাল হুগলীর শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'দিকদর্শন' সাময়িক পত্রিকায় প্রথম বিজ্ঞান রচনা প্রকাশিত হয়। সেই শুরু। এরপর ১৮১২সালে বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের তাগিদে কলকাতা বুক সোসাইটি'র নানাবিধ পদক্ষেপ যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। তবে বিজ্ঞান জ্ঞাপন কখনোই পত্রিকা কিংবা সাময়িক পত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। তার বিকাশ ঘটেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে।

বিজ্ঞান নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক সময় তেমন উৎসাহ ছিল না। যেন শিক্ষাকেন্দ্রীক হয়ে ছিল চেতনা। জন বিজ্ঞানের যে জোয়ার স্বাধীনতা পর থেকে দেখা গেছে তার শুরুটা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও তেমন আশাপ্রদ ছিলো না। ১৯ শতকের শেষ থেকে বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার প্রয়াস শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসেনর অবসানের পর থেকে পত্র-পত্রিকায় উঠে আসতে থাকে সাধারণ মানুষের আগ্রহের বিজ্ঞান বিষয়। তা জনজীবনকে ধীরে ধীরে প্রভাবিত করা শুরু করে।

ওই সময় পেশাদার বিজ্ঞানীরা বাংলা ভাষায় লেখনী ধরায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ অনেকটা সহজ হয়েছিল। অক্ষয় কুমার দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, জগদীশ চন্দ্র বসু, জগদানন্দ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু'র লেখা বাংলায় বিজ্ঞান প্রসারকে অনেকখানি সাবলম্বী করেছ। জন মানেস বিজ্ঞান প্রচারে ব্যক্তিগত উদ্যোগর সঙ্গে পরবর্তীত প্রাতিষ্ঠানিক সহেযাগিতা দারুণ কাজ দিয়েছে। ভাবলে অবাক হত হয় স্বাধীনতার এক বছেরর মধ্যেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান-এর মতো সংস্থা।

অচেনা আঙ্গিকে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে বিরল কৃতিত্ব দেখিয়েছিল ওই সাময়িকী। এরপরে নিয়ম করেই প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রে স্থান পায় জনমুখী বিজ্ঞান। কলকাতা থেকে প্রকাশিত একাধিক সংবাদপত্রে জায়গা করে নেয় আমজনতার বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য। কালান্তর-গণশক্তি থেকে বর্তমান-প্রতিদিনর মত বাংলা সংবাদপত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ পেতে থাকে সাধারেণর মানুষরে বিজ্ঞান।

তবে মুদ্রণের পাশাপাশি বৈদ্যুতন মাধ্যম বিজ্ঞানকে জনমুখীকরণে যথেষ্ট উদ্যোগ নিতে দেখা গেছে। ১৯৭৬ সালে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের প্রথম বিজ্ঞান প্রচার আধিকারিকের পদে আসেন ডঃ অমিত চক্রবর্তী। তাঁর হাতেই ১৯৭৭ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে যাত্রা শুরু করে আকাশবাণীর বিজ্ঞান বিভাগ। গৌরেবর সঙ্গে সেই যাত্রা এখনো অব্যহত। আকাশবাণী'র পাশাপাশি দূরদর্শন আশির দশক থেকে বিজ্ঞান জ্ঞাপনে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া শুরু করে। দূরদর্শনের অনুষ্টান 'বিজ্ঞান প্রসঙ্গে', 'স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা', 'বিজ্ঞান ক্যুইজ' থেকে আজকের 'আপনার স্বাস্থ্য' আপামর মানুষকে যথেষ্ট বিজ্ঞানে উৎসাহিত করেছে। বেতার-দূরদর্শনের প্রসার ভারতীয় মিলন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের জনমুখীকরণকে অনেকটা গতি দিয়েছে।